দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ: 20 APR 2012
পৃষ্ঠা: ১৬ কলাম: ৩

অভিমত

এম জেড মাহমুদ

ইবতেদায়ী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি চালু করা হোক

বন্ধুদের নিয়ে চা খাচ্ছি। এমন সময় একজন মুরব্বি এসে আমাদের পাশের টেবিলে বসলেন। আমরা দেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গল্প করছি। মুরব্বি নাস্তা এবং চা খাওয়ার পর আমাকে লক্ষ্য করে বলেন, আপনাদের কথা-বার্তা শুনে বুঝেছি আপনারা সাংবাদিক। আমি একজন মদ্রাসার শিক্ষক। এই মাত্র ইবতেদায়ী ৫ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ডি আর (নামের তালিকা) জমা দিয়ে এসেছি। সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দিলেও ইবতেদায়ী ৫ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দিচ্ছে না। কেন সরকার এদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করছে! দয়া করে এ ব্যাপারে একটু লিখুন। এক সপ্তাহ ধরে এ ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করে যা পেয়েছি, নিচে তা উল্লেখ করলাম। বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে গত বছর ২৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় দেশের সর্ববৃহৎ পাবলিক পরীক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল। এতে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৬ লাখ ৩৭ হাজার ২৩৫ জন। তার মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৩ লাখ ১৬ হাজার ৬৮৫ জন ও ইবতেদায়ীর ৩ লাখ ২১ হাজার ১২ জন। দেশের বাইরের ৮টি কেন্দ্রসহ (সউদী আরবের রিয়াদ ও জেদ্দা, কাতারের দোহা, আরব আমিরাতের রাস আল খাইমা) মোট ৬ হাজার ১৭৬টি কেন্দ্র ছিল। পাসের হার প্রাথমিক ৯৭.২৬ শতাংশ আর ইবতেদায়ীতে ৯১.২৮ শতাংশ। পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে মোট ১ লাখ ৫ হাজার ৬৭৩ জন। তন্মধ্যে উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাইমারিতে ২৭ হাজার ১০৫ জন, মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ হাজার ৯২৮ জন। কমিনিটি বিদ্যালয়ে ৪০৯ জন, আনন্দ স্কুল ২৫ জন এবং ইবতেদায়ী ২ হাজার ১৫০ জন। খুদে শিক্ষার্থীদের এ ঈর্ষণীয় সাফল্যে দেশের আনাচে কানাচে উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা গেছে। শিক্ষার্থীদের আনন্দ দেখে মনে হয়েছিল, এ যেন ঈদের উৎসব। তাদের মেধা বিকাশের চমকে সারা দেশে আনন্দের জোয়ার বয়েছিল। কচিকাঁচা শিক্ষার্থীদের এ অভাবনীয় ফলাফলে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সবাই আনন্দিত ও গর্বিত। এ কচিকাঁচা শিক্ষার্থীরাও জীবনের প্রথম পর্বের পাবলিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণের সোনালী গৌরব ছিনিয়ে আনতে পেরে উচ্ছ্বসিত ও উদ্বেলিত। ইবতেদায়ী শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারি বৃত্তির কোন সুযোগ রাখা হয়নি। এতে বঞ্চনার শিকার হচ্ছে ইবতেদায়ীর শিক্ষার্থীরা। ইবতেদায়ীর শিক্ষার্থীদের প্রতি এই বিমাতাসুলভ আচরণ কেন? জাতির বিবেকের কাছে এ প্রশ্ন? কিন্ডার গার্টেন স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীরা যদি সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সরকারি বৃত্তি লাভ করতে পারে, তাহলে এবতেদায়ী শিক্ষার্থীরা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সরকারি বৃত্তি পাবে না কেন? এদের জন্য কেন বরাদ্দ রাখা হয়নি? এদের বঞ্চিত করে সরকারের কি লাভ? ধরুন একটা বাড়িতে দু'দলকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে। একদলকে খাওয়ানো হল আর অন্য দলকে অভুক্ত রাখা হলো, বলুন তো কেমন লাগে? এ কষ্ট এক সময় ক্ষোভে পরিণত হয়। এ বছর প্রাথমিক ও কিন্ডার গার্টেনের ৫৪ হাজার ৯১৮ জনকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। অন্তত ১ হাজার ইবতেদায়ী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হলে আজ আমাকে এ নিবন্ধ লিখতে হতো না। ১ হাজার শিক্ষার্থীর পিছনে সরকারের না হয় আরো ৬৫ লাখ ৭০ হাজার টাকা বেশি খরচ হতো। এ সামান্য টাকার জন্য ইবতেদায়ী শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করা ঠিক হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে ৫৪ হাজার ৯১৮ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ট্যালেন্টপুল বৃত্তি পেয়েছে ২১ হাজার ৯৯৮ জন, সাধারণ ৩১ হাজার ৭০৮ জন ও সম্পূরক ১ হাজার ২১২ জন। ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিপ্রাপ্ত একজন শিক্ষার্থী প্রতিমাসে ২০০ টাকা করে এবং সাধারণ ও সম্পূরক বৃত্তিপ্রাপ্তরা প্রতি বছর এককালীন ১৫০ টাকা করে পাবে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এ বৃত্তি প্রদান করা হবে। এতে সরকারের আনুমানিক ৩৬ কোটি ২ লাখ টাকা খরচ হবে। ইবতেদায়ী শিক্ষার্থীদের জন্য মেধাভিত্তিতে বৃত্তি চালু না করায় সরকারি বৃত্তি পাওয়ার আশায় ইবতেদায়ীর অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী মদ্রাসা ছেড়ে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিতে চলে যাচ্ছে। এতে করে মদ্রাসা শিক্ষা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জুনিয়র/দাখিলের মতো ইবতেদায়ীতেও বৃত্তি চালু করা হলে এ ধারায় শিক্ষার্থীরা উৎসাহিত হবে এবং মদ্রাসাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করার পর প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের বাঁধভাঙ্গা উল্লাস, খুশির বন্যা ও আনন্দের ছড়াছড়ি হলেও ইবতেদায়ী শিক্ষার্থীদের হৃদয় আকাশে নেমে আসে বেদনারবন্যা। এত আনন্দ-উল্লাস ক্ষণিকেই বিলীন হয়ে যায়। ইবতেদায়ীর এই কচিকাঁচা শিক্ষার্থীদের সরকারি বৃত্তি থেকে বঞ্চিত করায় দেশবাসী অত্যন্ত মর্মাহত। অভিভাবকদের প্রশ্ন, ইবতেদায়ী শিক্ষার্থীদের প্রতি এই বিমাতাসুলভ আচরণ কেন? কর্তৃপক্ষকে এই বিমাতাসুলভ আচরণ পরিহার করে আগামী বছর থেকে ইবতেদায়ীর মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বৃত্তি চালু করার কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

ইবতেদায়ীর এই কচিকাঁচা শিক্ষার্থীদের সরকারি বৃত্তি থেকে বঞ্চিত করায় দেশবাসী অত্যন্ত মর্মাহত। অভিভাবকদের প্রশ্ন, ইবতেদায়ী শিক্ষার্থীদের প্রতি এই বিমাতাসুলভ আচরণ কেন? কর্তৃপক্ষকে এই বিমাতাসুলভ আচরণ পরিহার করে আগামী বছর থেকে ইবতেদায়ীর মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বৃত্তি চালু করার কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

রাজবিলাস, চকবাজার, লক্ষীপুর।